দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JUL 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শিক্ষক নিয়োগ এবং জবাবদিহিতা

হোসনে আরা বেগম

পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে, এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাব-সম্প্রসারণ পাওয়া যায়, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। এই মেরুদণ্ডকে শক্ত রাখার জন্যে হাজারো ছাত্র-ছাত্রী কত যে ভাব-সম্প্রসারণ মুখস্থ করেছে, আর কত যে পরীক্ষার খাতায় লিখেছে, তার হিসাব নেই। এটা স্বতঃসিদ্ধ, এই মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করার চালিকা শক্তি হলো শিক্ষক। কারণ শিক্ষকই হলো মানুষ গড়ার কারিগর। শ্রেণিকক্ষে যদি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে দক্ষ জনসম্পদ আশা করা যায় না। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো, দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক নিয়োগ।

আগে অবস্থাসম্পন্ন ঘর থেকে প্রতিভাবান, উৎসাহী, নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ শিক্ষকতা পেশায় আসতেন। এটা অনেকটা নেশার মতো ছিল। এমনকি এই নেশার বশবর্তী হয়ে অনেকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করতেন। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান আর্থিক লাভের আশায় করা হতো না, বরং সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার একটা মোক্ষম উপায় বলে মনে করা হতো। যারা সত্যিকার অর্থে অকৃপণভাবে শিক্ষা দান করতে পারবেন বলে মনে করতেন, তারাই এই পেশায় আসতেন। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তেমন প্রতিযোগিতার প্রয়োজন হতো না। নিবেদিতপ্রাণ, মেধাবীরাই তখন শিক্ষা দানের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। এসব শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সব সময়ই আস্থা থাকত। বর্তমানে শিক্ষকের প্রতি সমাজের এই আস্থার ভিত নড়ে যাচ্ছে। এখন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নানারকম অভিযোগ উঠছে। এক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক দলীয় পরিচয় এবং সর্বোপরি অর্থ-বাণিজ্যের অভিযোগ এ পেশাটাকে কলুষিত করে তুলছে। এ কলঙ্ক মোচনের জন্যে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার বিকল্প নেই। নিয়োগযন্ত্রের একটাই দায়িত্ব হবে দক্ষ, মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া।

শিক্ষকের জাত বিচার করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ যিনি প্রকৃত শিক্ষক হবেন, তিনি কোন জাতের, কোন ধর্মের এসব দেখা সংকীর্ণতার নামান্তর। এমন পেশায় আত্মনিয়োগকারী অবশ্যই সুন্দর নৈতিকতাপূর্ণ আদর্শের প্রতীক হবেন। পেশা হিসেবে শিক্ষকতা উঁচু মাপের বিষয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুঅভ্যাস গঠন করার মাঝেই শিক্ষকের সার্থকতা। যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুঅভ্যাস গঠন করতে পারবেন, তাঁকেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিতে হবে। অথচ বহু প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের একটা জঘন্য খেলা চলে।

আমি একবার শিক্ষক নিয়োগ দিতে গিয়ে এমনি অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলাম। সরকারি কলেজ থেকে আসা বিষয়-বিশেষজ্ঞ যাকে উপযুক্ত মনে করে নিয়োগ দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করেছেন, তাঁকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। এলাকার কিছু প্রভাবশালী লোকের পছন্দের একজনকে নিতে হবে যার বিষয়জ্ঞান একেবারেই দুর্বল। বিষয়-বিশেষজ্ঞ বললেন, যাকে নিয়োগ দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করছি, তার খাতাটা দেখবেন, কী চমৎকার তার বিষয়জ্ঞান।

প্রার্থী শুধু ভালো লিখেননি, ইন্টারভিউ বোর্ডেও চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাসেও শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। আমার নীতি ছিল, নিয়োগ বোর্ডে যে নির্বাচিত হবে, তাকেই নিয়োগ দিতে হবে। বাইরের কোনো চাপ গ্রহণযোগ্য হবে না। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে তাকে নিয়োগ দেওয়া হলো। তিনি নিঃসন্দেহে শিক্ষার্থীদের জন্যে ভালো পথপ্রদর্শক, সহযোগিতাকারী এবং পরিচালক ছিলেন। এটাই স্বাভাবিক, যিনি গুরু হবেন, তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করবে।

আমাদের দেশে নিয়োগ সংক্রান্ত অনেক দুর্নীতির গল্প প্রচলিত আছে। বিশাল অঙ্কের টাকার বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার চুক্তিও হয়। মজার ব্যাপার হলো, অনেক সময় এমন সব ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়, যারা চাকরির নিয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ নন। অথচ তারাই প্রার্থীকে চাকরি দেওয়ার অঙ্গীকার করে অনেক টাকা দাবি করে বসেন। চাকরির জন্যে যাদের হাহাকার আছে, চাকরি ছাড়া সংসার চালানো যাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাদের যদি চাকরিটা হয়ে যায়, এ আশায় তারা কষ্ট করে হলেও টাকা খরচ করে বসেন। আবার অনেক সময় লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়েও কেউ কেউ দালালচক্রের খপ্পরে পড়ে যান। চাকরি পাইয়ে দিতে না কি তাদের হাত রয়েছে। তাই খরচ করতে হবে মোটা অঙ্কের টাকা।

শিক্ষকতা একটা পবিত্র পেশা। এ পেশাকে কলুষিত করে কেউ শিক্ষকতা পেশায় এলে আর যা-ই হোক, জাতির মেরুদণ্ড পোক্ত হবে না। দেশকে ভালোবাসলে, জাতিকে উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে কোনো শিক্ষকেরই অসৎ পথে এ পেশায় যোগদান করে নিজের কাছে নিজেকে ছোট করা ঠিক হবে না। বরং শিক্ষকতা পেশায় আসতে হলে প্রথম জবাবদিহিতা নিজের কাছে নিজেকে করতে হবে। তার কি এ পবিত্র পেশাকে কলুষিত করে শিক্ষকতা পেশায় আসা উচিত? তিনি যদি প্রকৃত বিবেকবান হন, তাহলে কখনো তিনি নিজেকে ছোট করে এ পেশায় আসবেন না।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা সরকারি, বেসরকারি নানা ক্ষেত্রেই করতে হয়। তবে নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোনো রকম অনিয়ম থাকে, তাহলে সেটাকে রাখঢাক করারও নানা উপায় খুঁজে বের করা হয়। তাই প্রকৃত জবাবদিহিতা করতে হবে নিয়োগ বোর্ডের প্রত্যেককে তার নিজের বিবেকের কাছে। দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে যাকে নিয়োগ দিতে যাচ্ছেন, তার কি প্রকৃত শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা আছে? নিয়োগের ক্ষেত্রে কি কোনো দুর্বলতা কাজ করছে?

এমনি করে যেদিন নিজের কাছে নিজে সঠিক জবাবদিহিতা করতে পারবেন, সেদিনই সঠিক মানুষ গড়ার কারিগর জাতির মেরুদণ্ডকে পোক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে শিক্ষকতা পেশায় আসতে পারবেন।

● **লেখক: প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ**